গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

বিষয়: সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMC)-র ২০তম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	ড. শেখ আব্দুর রশীদ মন্ত্রিপরিষদ সচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
তারিখ ও সময়	:	১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫; বিকাল ৩:০০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	মন্ত্রিপরিষদ কক্ষ (ভবন নম্বর: ০১, কক্ষ নং- ৩০৪, চতুর্থ তলা) বাংলাদেশ সচিবালয়।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ সরকার সামাজিক নিরাপত্তা খাতে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে থাকে। এ বছর বর্ণিত খাতে মোট বরাদ্দ ১ লক্ষ ৩৬ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু বরাদ্দ অনুযায়ী অনেক দরিদ্র মানুষই সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা পাচ্ছেন না। ভাতার জন্য সুবিধাভোগী নির্বাচন এবং ভাতা বিতরণে বিভিন্ন অনিয়ম যেমন- অদরিদ্র/অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি (Inclusion Error), ভাতা গ্রহণে দ্বিত্বতা (Double Dipping), বেনামী সুবিধাভোগীদের ভাতা প্রদান (Ghost Beneficiaries) ইত্যাদি বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যায়। বিষয়টিকে সাধারণভাবে লিকেজ (Leakage) নামে অভিহিত করা হয়। 'লিকেজ'-এর ফলশ্রুতি হিসাবে ভুল ব্যক্তিগণ সামাজিক নিরাপত্তা প্রাপ্তির তালিকাভুক্ত হন এবং প্রকৃত হতদরিদ্র অনেক ব্যক্তি সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে যান। এর ফলে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। এ সমস্যা নিরসনে অতি দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি জনাব মোহাম্মদ খালেদ হাসান, অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-কে Leakage-এর ধারণা তুলে ধরার জন্য অনুরোধ জানান।

২। জনাব খালেদ হাসান বলেন, লিকেজের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে Inclusion Error। অ-দরিদ্র ব্যক্তি বা ভাতার অন্যান্য শর্তাবলি অনুসারে অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে ভাতা গ্রহীতা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হলে সেটিকে Inclusion Error বলা হয়ে থাকে। National Housebold Database না থাকায় এ সমস্যাটি হয়ে থাকে। বিশ্বব্যাপী সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এ ধরনের লিকেজ ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ লিকেজ শতভাগ পরিহার করা সম্ভব না হলেও এ ধরনের ত্রুটি ন্যুনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা প্রয়োজন। একটি নির্দিষ্ট গ্রহণযোগ্য পরিচিতি নম্বরের বিপরীতে এসকল ভাতা প্রদান করা হলে লিকেজ সমস্যা হ্রাস পায়। তিনি বলেন, ভাতাভোগীদের মধ্যে অনেকের জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নেই। তাদেরকে যাচাই করতে হবে। তাছাড়া NID থাকলেও যারা ভাতাপ্রাপ্তির অযোগ্য, তাদেরকে বাদ দিতে হবে। এছাড়া ডাবল ডিপিং, বেনামি ভাতাভোগীও রয়েছে।

৩। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার বলেন, এসকল সমস্যা সমাধানে ইউনিয়ন পরিষদ কমিটি ও উপজেলার কমিটি যাচাই-বাছাই করে তালিকা পূন:প্রেরণ করলে সমস্যা অনেকটাই সমাধান হবে। তিনি বলেন যে, ইউনিয়ন পর্যায়ে বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রেরিত তালিকা উপজেলা কমিটি কর্তৃক সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই না করেই অনেক সময় জেলা কমিটি কর্তৃক সুবিধাভোগীর তালিকা অনুমোদন করার কারণে অনুপযুক্ত ব্যক্তি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতির অভিযোগও রয়েছে। এছাড়া, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের বিভিন্ন ডাটাবেজ পর্যালোচনায় দেখা যায়, আন্ত:মন্ত্রণালয় কর্মসূচির মধ্যে Double dipping যাচাই করা হয়নি।

৪। এ পর্যায়ে সভাপতি অধিক সংখ্যক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে লিকেজ সমস্যা হ্রাসে মতামত/কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরার আহ্বান জানান। সভায় তুলে ধরা হয় যে, সরেজমিনে উঠান-বৈঠকের মাধ্যমে উন্মুক্ত স্থানে ভাতাভোগীদের উপস্থিতিতে আবেদনকারীদের যাচাই-বাছাই করলে অধিক ফল পাওয়া যাবে। NID বিহীন ভাতাভোগীদের বাদ দিতে হবে বা ভাতা প্রদান সাময়িকভাবে স্থগিত করতে হবে। Double Dipping চেক করার জন্য Single Registry MIS ব্যবহার করা যেতে পারে, বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ, সঞ্চয়পত্র ইত্যাদির তথ্য সংগ্রহপূর্বক ভাতা প্রাপ্তির উপযোগিতা নির্ধারণ করা যেতে পারে। সভায় অবহিত করা হয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিভিন্ন নীতিমালার মাধ্যমে ভাতা প্রদান করে। ফলে দ্বিত্বতার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে একটি সমন্বিত নীতিমালা করা প্রয়োজন। শিক্ষাবৃত্তি এবং মা ও শিশু ভাতাসহ কিছু ভাতার ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন নম্বর (তা না থাকলে পিতা-মাতার এনআইডি) ব্যবহার করে উপকারভোগী নির্বাচন করা যেতে পারে। সভায় জানানো হয়, বর্তমানে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হচ্ছে। ফলে এনআইডিও হালনাগাদ হচ্ছে। ইউনিয়ন কমিটি ও উপজেলার কমিটির মাধ্যমে ট্যাগ অফিসার দ্বারা যাচাই করে উপকারভোগীর তালিকা হালনাগাদ করা যেতে পারে। জেলা কমিটি ও বিভাগীয় কমিটি প্রয়োজনীয় মনিটরিং জোরদার করতে পারে। এছাড়া বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS)-এর National Household Database এবং জন্ম নিবন্ধন/জাতীয় পরিচয়পত্র মধ্যে আন্ত:সংযোগ স্থাপন করা গেলে ভাতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উপকারভোগীর যোগ্যতা যাচাই কার্যক্রম সহজে করা যাবে। সভাপতি থিমেটিক ক্লাস্টারসমূহের কার্যক্রম আরও গতিশীল করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

৫। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ গৃহীত হয়-

(ক) মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ তাদের স্ব স্ব সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট নীতিমালা মোতাবেক উপজেলা কমিটি কর্তৃক ট্যাগ অফিসার নিয়োগপূর্বক উপকারভোগীদের তালিকা যাচাই করে আগামী ৩০ মার্চ ২০২৫ এর মধ্যে হালনাগাদ করবে; এবং এবিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সম্বন্ধে উপদেষ্টা পরিষদকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে ১৬ মার্চ ২০২৫ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে একটি অন্তর্বর্তীকালীন বিবরণ প্রেরণ করবে;

(খ) অযোগ্য ভাতাভোগী চিহ্নিত হলে তাদের বাদ দিয়ে যোগ্যতার ভিত্তিতে নতুন ভাতাভোগী অন্তর্ভুক্তির জন্য সুপারিশ করতে হবে;

(গ) জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ছাড়া কোন উপকারভোগী নির্বাচন করা যাবে না; এবং চলমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধাভোগীর ক্ষেত্রে NID না থাকলে তাদের ভাতা প্রদান আগামী ৩০ এপ্রিল ২০২৫ তারিখের পর থেকে স্থগিত রাখতে হবে;

(ঘ) Single Registry MIS-এর মাধ্যমে সকল উপকারভোগীদের Double Dipping যাচাই করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী ভাতাগ্রহীতার দ্বিত্বতা পরিহার করার জন্য অর্থ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(ঙ) দীর্ঘমেয়াদে জন্ম নিবন্ধন/এনআইডি এবং বিবিএস-এর National Household Database-এর মধ্যে ইন্টারঅপারবিলিটি স্থাপন করে ভাতা কার্যক্রম যাচাই-বাছাইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে; এবং

(চ) থিমেটিক ক্লাস্টারসমূহের কার্যক্রম গতিশীল করতে হবে।

৬। পরিশেষে সভায় গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রকাশের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আলোচ্য বিষয়ে আশু অগ্রগতি কামনা করে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২০.২.২০২৫

(ড. শেখ আব্দুর রশীদ)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব